ঘুষের রেট

আমরা যখন স্কুলে পড়তাম তখন আমাদের সঙ্গে একটি ছেলে পড়তো। ওকে আমরা সবাই ক্ষেপাতাম

তোর বাবা ঘুষখোর বলে। ওর বাবা ঘুষ খেতো এটা সবাই জানতো। সে উত্তরে আমাকে বলতো, তোর বাবা ঘুষখোর। আমার বাবা প্রচুর সিগারেট খেতেন আর মুখ দিয়ে ভোঁস ভোঁস করে ধোঁয়া ছাড়তেন বলে ও আর কিছু না পেয়ে ওটাই বলতো। সে সময় ঘুষ খাওয়াটাকে লোকজন ভীষণ গর্হিত কাজ মনে করতো। যে ঘুষ খেতো সবাই তাকে ঘৃণাই করতো বলতে গেলে। আর এখন...। কথাগুলো বলছিলেন আর্মির এক সিনিয়র অফিসার। ভদ্রলোক বর্তমানে জাতিসংঘ মিশনে দেশের বাইরে আছেন। সাপ্তাহিক ২০০০-এ লেখালেখির সুবাদেই ই-মেইলের মাধ্যমে সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয়। পরবর্তীতে বন্ধুত্ব। যদিও উনি আমার দ্বিগুণ বয়সী। গত বছর রোজার ঈদের ছুটিতে উনি ঢাকায় এসেছিলেন। ঈদের দিন আমার বাসায় বেড়াতে আসেন। তখন ওনার সঙ্গে গল্প করতে করতে কথা প্রসঙ্গে তিনি কথাগুলো বলেছিলেন। সাপ্তাহিক ২০০০-এর ৯ সেপ্টেম্বর ০৫ সংখ্যার 'ঘুষের রেট' প্রচ্ছদ প্রতিবেদনটি যখন পড়ছিলাম তখন ওনার সেই কথাগুলোই মনে পড়ছিলো ভীষণ। আজকাল ঘুষ নেয়াটাকে কেউ আর মোটেই অন্যায় ভাবছে না। কোনো কাজই ঘুষ ছাড়া সম্ভব নয়। ২০০০-এর প্রতিবেদক বিভিন্ন কাজে ঘুষের রেট জনগণকে জানিয়ে ভালোই করেছেন। বাজার করতে গেলে যেমন দর জানা থাকলে ঠকতে হয় না, তেমনি কাজ আদায় করতে হলে ঘুষের রেট জানা থাকলে তারপর আমাদের আর ঠকতে হবে না। কী বলেন আপনারা?

এস এম নওশের
ঢাকা-ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হসপিটাল

nowsheer@dhaka.net

অভিযানের গন্তব্য...

সারা দেশে ভেজাল বিরোধী অভিযান চলছে। জনগণ এতে মনে করছে, এখন থেকে বুঝি নির্ভেজাল দ্রব্যাদি (খাদ্যসহ) পাওয়া যাবে। কিন্তু না, পরিস্থিতি মোটেই তা নয়। একবার অভিযান পরিচালনার পর জরিমানা বা শাস্তির মেয়াদ উত্তীর্ণের সঙ্গে সঙ্গে ভেজালকারীরা পুরোদমে পুনরায় তাদের ব্যবসা আগের মতোই চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারের উচিৎ আরো কঠোর মনোভাব নিয়ে নতুন ভাবে আবার অভিযান জোড়দার করা।

মোরশেদা খাতুন দিলারা
মাস্টার পাড়া
খুলনা

গ্রামের দিকে ফিরে তাকান

ভারতের স্বাধীনতার আগেই মহাত্মা গান্ধী জনগণকে গ্রামে ফিরে যেতে বলেছিলেন। গ্রামের হতশ্রী অবস্থা অনুধাবন করে তিনি এ আহ্বান করেছিলেন। আজ শুধু গ্রামের উন্নয়নের কথা চিন্তা করেই গ্রামে যেতে হবে তা নয়, এখন শহরের আধিবাসীদের চরম দুরবস্থার কথা ভেবেই শহর ছেড়ে গ্রামে যেতে হবে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা সিলেট এবং বরিশালসহ দেশের প্রায় শহরগুলোতে মানুষে সয়লাব। খেটে খাওয়া মানুষের সারা বছর চলার মতো কাজ নেই। সন্ত্রাস ও চোর-ডাকাতের অত্যাচারে একটু ভালো অবস্থার লোকেরা শহরে এসে বাসা বেঁধেছে। এরপর রয়েছে নদী ভাঙন। এতে প্রতি বছর হাজার হাজার লোক বসতবাড়ি ও জমিজিরাত হারিয়ে কিছু উপার্জন করে বাঁচার আশায় শহরগুলোতে এসে ভিড় জমাচ্ছে। শহরগুলোকে বাঁচাবার জন্য এবং অন্যদিকে গ্রামের মানুষ যাতে গ্রামেই থাকতে পারে সে ব্যাপারে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে-

১. গ্রামে সব সময়ের জন্য খেটে খাওয়া মানুষের কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। ২. গ্রামে অধিক হারে কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং এতে মেয়েদের আরো বেশি করে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। ৩. হাঁস, মুরগি, গবাদিপশুর খামার ও কুটির শিল্প স্থাপনের জন্য সরকারের তরফ থেকে ঋণ দিতে হবে। পাঁচ হাজার টাকা এবং এর কম অঙ্কের অর্থের সুদহীন ঋণ দিতে হবে। তবে এ ঋণ এক পরিবার শুধু একবারই পাবে। ৪. নদীভাঙন এলাকার মানুষকে সুদবিহীন ঋণ দিতে হবে। ৫. গ্রামের আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি ঘটাতে হবে। আশা করি, সরকার এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্নভাবে তাদের সহযোগিতা করবে। এটাই গণতন্ত্রের কথা।

জাহাঙ্গীর চাকলাদার
পুষ্পরাজ সাহা লেন, লালবাগ, ঢাকা

সাতকানিয়া-বাঁশখালী সড়ক

আরকান সড়ক বা চট্টগ্রাম কক্সবাজার সংযোগ সড়কের অংশ থেকে বাঁশখালী পর্যন্ত সাতকানিয়া- বাঁশখালী আন্তঃজেলা সড়কটি বর্তমানে মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে।

নিম্নমানের সংস্কার কাজ করার ফলে বছর না ঘুরতেই ব্যস্ততম এ সড়কটির সাতকানিয়া রাস্তার মাথা, আনুফকির হাট, হাসপাতাল গেট, ডলুব্রিজের পূর্ব এবং পশ্চিম অংশসহ ছনখোলা হয়ে চূড়ামণি পর্যন্ত বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় শত শত গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। ফলে সড়ক সংস্কার খাতে সরকারের প্রতি বছর লাখ লাখ টাকা অপচয় হচ্ছে। বিশেষ করে সড়কটির আনুফকির হাট অংশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ইতিমধ্যে এই সড়কটি সম্পর্কে স্থানীয় ও জাতীয় সংবাদপত্রে একাধিক সংবাদ ও সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি মহান জাতীয় সংসদে এই সড়কটি সংস্কার ও প্রশস্তকরণ প্রসঙ্গে সাতকানিয়া লোহাগাড়া আসনের এমপি মহোদয় আলোচনা করেছেন। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে সড়কটি সংস্কারের কথা থাকলেও, এখনো পর্যন্ত সংস্কার কার্যক্রম শুরু না হওয়ায় যে কোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনায় প্রাণহানি ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। তাই জনস্বার্থে জরুরি ভিত্তিতে সড়কটি সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি।

হোসাইন মুহাম্মদ ইফতেখারুল হক
সেক্রেটারি জেনারেল
বাংলাদেশ ইউপি মেম্বার এসোসিয়েশন
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম

অ্যাপার্টমেন্ট কী মধ্যবিত্তের

প্রতিবছরের মতো এবারও শুরু হচ্ছে রিহ্যাব মেলা। ঢাকা শেরাটনের উইন্টার গার্ডেনে এ মেলা নিঃসন্দেহে নগরবাসীর জন্য আকর্ষণের। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, টিকেটের উচ্চমূল্য। মেলায় টিকেটের দাম রাখা হয়েছে ৫০ টাকা সিঙ্গেল এন্ট্রি এবং ১০০ টাকা মাল্টিপল এন্ট্রি। এখন কথা হচ্ছে, ফ্ল্যাট বা প্লট তো এমন কোনো পণ্য নয় যে, একা একা গিয়ে হাতে করে তা কিনে নিয়ে এলাম। দেখবার, বুঝবার বিষয় আছে। সেক্ষেত্রে একাধিকবার মেলায় যেতে হতে পারে। কিন্তু টিকেটের এই মূল্য কতটা যৌক্তিক তা আয়োজকদের ভেবে দেখা উচিত। আরেকটি বিষয় বলতে চাই তা হলো, যেভাবে অ্যাপার্টমেন্টের দাম বাড়ছে তাতে কী অ্যাপার্টমেন্টকে মধ্যবিত্তের হাতের নাগালে বলা যায় না বা বলা ঠিক হবে সেটাও ভেবে দেখতে হবে?

ডা. শরীফ সাঈদ
মালিবাগ, ঢাকা

চলে গেলো সার্ক বেড়ে গেলো...

সার্ক শীর্ষ সম্মেলন চলাকালীন নগরবাসীরা ছিলেন নিরাপদ। চারদিকে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা। ঝলমলে দেখাচ্ছিল এই শহরকে। কিন্তু কোথায়? সার্ক শেষ হওয়া মাত্র এই শহর যেমন ছিল ঠিক তেমনই। রাস্তায় ধুলা, রাতে ছিনতাই, ছুরিকাঘাত আমাদের জন্য কী কিছুই নেই? না নিরাপত্তা, না সাজসজ্জা?

আব্দুস সালাম
কাকরাইল, ঢাকা

জঙ্গি জঙ্গি খেলা এবং বাস্তবতা...

শুরুতে বলা হয়েছিল জঙ্গি বলে কিছু নেই। যারা দেশের ভাবমূর্তি বাইরের কাছে নষ্ট করতে চায় এটা তাদের চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র। বাইরের দেশের পত্রিকায় যখন রিপোর্ট হলো তখনও সরকারের বক্তব্য একই। পরে যখন এই ঘটনা, জঙ্গি হামলা নিয়মিত 'মহড়া' এবং 'অপারেশন' হিসেব দেখা গেলো তখন স্বীকার করা হলো বাংলা ভাইরা আছে, আব্দুর রহমানরা আছে। যদি শুরুতেই তাদের কঠোরভাবে দমন করা হতো তাহলে বোধ হয় এ সব ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতো না। ১৭ আগস্ট দেশব্যাপী সিরিজ বোমা হামলার মধ্য দিয়ে দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তথাকথিত ইসলামী জঙ্গিবাদীরা যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তারই চলমান ধারাবাহিকতায় প্রাণ হারালেন দুই আইনজীবী। বোমা হামলার ঘটনায় গ্রেপ্তার জঙ্গি মামুন স্বীকার করেছেন, তিনি নিষিদ্ধ ঘোষিত জামাআতুল মুজাহিদিনের সদস্য। এমন ধরা পড়া এবং স্বীকারোক্তির ঘটনাও নতুন নয়। আরো অনেক জঙ্গি সহযোগীদেরও আটক করা হয়েছিল। কিন্তু তারপর... সরকার পক্ষ থেকে মন্তব্য : এরা ইসলামের শত্রু। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এরা দেশের শত্রু, মানবতার শত্রু, অন্তত নিজেদের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই কঠোর হোন।

আলিমুদ্দিন মন্ডল
কৈবালনগর, খুলনা সদর

পদত্যাগ সমাধান নয়

অবশেষে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মীর মোহাম্মদ নাছিরউদ্দিন পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। প্রধানমন্ত্রীর ও তাকে পদত্যাগ করতে বলা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারলাম, ২০০১ সালে মীর নাছির দুটি ডিসি-১০ উড়োজাহাজ লিজ নেন বাংলাদেশ বিমানের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে। যার ফলে প্রতিবছর বিমানকে অতিরিক্ত ৬০ কোটি টাকা ভাড়া পরিশোধ করতে হয়। ২০০৩ সালের মার্চে সিঙ্গাপুর থেকে দুটি বোয়িং ৭০৭ উড়োজাহাজ পাইলটসহ লিজ নেয়ার ক্ষেত্রে অপচয় ও অনিয়মের অর্থমূল্য প্রায় ৭০ কোটি টাকা।

এবার হজযাত্রী পরিবহনে বিশৃঙ্খলার কারণে তাকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে। নাকি বলবো এই বিশাল দুর্নীতি থেকে সরকার সাধারণ মানুষের চোখ অন্যত্র সরিয়ে দিতে এই চেষ্টা? পদত্যাগ তো কোনো সমাধান নয়। পত্রপত্রিকায় হাজারবার বলার পরও সরকার কোনো উত্তর দেয়নি, ব্যবস্থা করেনি। আমরা চাই এ ঘটনার তদন্ত এবং দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা। দেখতে চাই সরকার তার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে কতটা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ডা. জাহানারা পারভীন
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

একটি স্বপ্নের মৃত্যু

একুশে টেলিভিশনের (ইটিভি) নথি ঘুরে ফিরছে আইন ও তথ্য মন্ত্রণালয়ে। (তথ্য: প্রথম আলো ২৬ সেপ্টেম্বর '০৫)। হাইকোর্টের রায়ের পরও বিটিআরসির ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ না পাওয়ায় জনপ্রিয় এ টেলিভিশনের সম্প্রচার শুরু হচ্ছে না।
উচ্চ আদালতের নির্দেশে তথ্য মন্ত্রণালয় ১১ এপ্রিলে ইটিভি পুনঃসম্প্রচারের অনুমতি দিয়েছে। দুঃখের বিষয়, জনপ্রিয় এই চ্যানেলটি বারবার ধাক্কা খাচ্ছে দুই মন্ত্রণালয়ের কাগজ চালাচালিতে।

একসময় মানুষ ঘরমুখী বিনোদন টিভি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, ঠিক তখনই ইটিভি মানুষকে আবার টিভি বিনোদনে ফিরিয়ে আনতে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল। রাতারাতি ইটিভির খবর জনপ্রিয়তার শীর্ষে চলে যায়। এক সময় নেমে আসে অন্ধকার। এই চ্যানেলটির জন্য সকল অনুরোধকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়। আইনি জটিল ম্যারপ্যাঁচে জনপ্রিয় এই চ্যানেলটির ঘটে অপমৃত্যু। যা বাংলাদেশের জনগণের কাম্য ছিল না।

সরকারের কাছে অনুরোধ, ইটিভি প্রচারের অনুমতি দেয়া হোক। আমরা ইটিভি আবার দেখতে চাই।

হেনরীয়েটা সুখ
মিরপুর, ঢাকা

স্ন্যাপ শট : জীবনের খন্ডচিত্র

রাস্তায় হাটছেন। হঠাৎ কোন দৃশ্য– ছিনতাই, সড়ক দুর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড কিংবা মালা হাতে এক পথশিশুর ছুটে চলা। দৃশ্য যেমনি হোক– ক্যামেরা ফোন কিংবা ডিজিটালক্যামে ছবিটি তুলে ফেলুন। পাঠিয়ে দিন আমাদের ঠিকানায়। আপনার পাঠানো ছবি এবং তথ্য নিয়ে সাজানো হবে স্ন্যাপ শট বিভাগ। এ বিভাগে পাঠক-ই রিপোর্টার। আপনার ছবি সাক্ষী হতে পারে কোন ঘটনার। লন্ডনের বোমা হামলার পর ঠিক তাই হয়েছিল। মোবাইল ক্যামেরায় তোলা ছবি প্রচারিত হয়েছিল বিশ্ব গণমাধ্যমে। ছবি যেকোন ফরম্যাটের হতে পারে। পাঠাতে পারেন ইমেইলে, ডাকে কিংবা অফিসে সরাসরি এসে। ছবির সাথে ক্যাপশন, ঘটনার তারিখ, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এবং আপনার পূর্ণ নাম ঠিকানা লিখুন। পাঠানো ছবি এবং তথ্যের নিউজ ভ্যালু থাকতে হবে। ঘটনা হবে সমসাময়িক।

ছবি পাঠাবেন যে ঠিকানায়
স্ন্যাপ শট
সাপ্তাহিক ২০০০
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০। ই-মেইল: info@shaptahik2000.com